১৬-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের উন্নতির জন্য অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো, উপার্জন করার জন্য প্রাতঃকাল সবচেয়ে ভালো"

প্রশ্নঃ - সদা নিরাপদ এবং অক্ষতদেহে থাকার আধার কি ?

উত্তরঃ - বাবার শ্রীমৎ তোমাদের নিরাপদ থাকতে সমর্থ বানায় ; তোমাদের কখনো কোনো দুঃখ বা সমস্যা হয় না । তোমরা বাচ্চারা এত সৌভাগ্যবান হও যে কখনো কোনরকম আঘাত তোমাদের লাগতে পারে না । তোমাদের শরীর রোগমুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা নিরোগী কায়া লাভ করবে । তোমরা নিজেদের ভাগ্যের মহিমা গাইতে থাকো । যারা উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করে, তারা ভাগ্যবান বাচ্চা, সদা নিরাপদ এবং অক্ষতদেহ থাকে ।

গীতঃ - হে রাতের পথিক ! হয়ো না ক্লান্ত ! ওই দেখা যায় ঊষার আলো ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি পুরুষার্থী বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা এই গীতের অর্থ জানো, তোমাদের পুরুষার্থের নম্বরক্রম অনুসারে । যারা এই যাত্রায় উপস্থিত তারাই একমাত্র এই গীতের যথার্থ অর্থ বুঝতে পারে । এই যাত্রা রাতের, আর শারীরিক যাত্রা দিনের । যখন তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ বদ্রিনাথে যায়, তারা দিনের বেলায় সফর করে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, সেখানে তোমরা বাচ্চারা সফর করো রাতে । তোমাদের শরীরের জীবন নির্বাহের জন্য তোমাদের কাজ করতে হয় । তোমরা চাকরীতে যাও আর মাতারা ঘর-গৃহস্থী সামলায় । সবচেয়ে উন্নতি হয় রাতে, যখন সব মানুষ শুয়ে থাকে । সেই সময় তোমাদের যাত্রা খুব ভালো হতে পারে । ভক্তগণও ঊষাকালের অমৃতবেলায় স্মরণে থাকে ।
বাচ্চারা, তোমরা যদি উন্নতি করতে চাও তো তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ, নিদ্রাজিৎ হও । পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি বলেছিলাম । যে ভাবেই হোক, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো । প্রবাদ আছে, তাড়াতাড়ি শোও, তাড়াতাড়ি জাগো - এই গুণ মানুষকে মহান বানায় । চিরকাল তোমরা এত বিত্তবান হও যাতে তোমাদের কখনো অর্থের চিন্তা করতে হয় না । শিবালয়ে তোমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার লাভ করো । এখানে তোমরা জন্মের পর জন্ম পুরুষার্থ করো, এই সময়ের পুরুষার্থের প্রারব্ধ ২১ জন্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী হয় । ওয়ান্ডার ! তাই না ! এইরকম পুরুষার্থ করার উৎসাহ কেউ দিতে পারেনা । অবিনাশী বাবা অবিনাশী পুরুষার্থ করান । পয়সার জন্য এখানে কি না করে, বাবা বাচ্চাকে, বাচ্চা বাবাকে মেরেও ফেলে ।
তোমাদের এখন অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, সুতরাং, অবিনাশী বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করতে হবে । আর কোনও অসুবিধা নেই, শুধু দু'অক্ষর । যাকে বলা হয় মহামন্ত্র । ব্যস! মাত্র এই দুই অক্ষর স্মরণ করলে তোমাদের রাজটিকা প্রাপ্ত হয় । এই স্মরনেই শক্তি । এটা নির্ভর করে কতটা তুমি স্মরণ করছ এবং তোমার কতটা জ্ঞান আর যোগ আছে । এখানে শাস্ত্রাদির জ্ঞান -বিষয়ক কিছু নেই । তোমরা যদি কাউকে দুই অক্ষর স্মরণ করতে বলো তো তারা বলবে তাদের সময় নেই । তারা বলে, স্মরণ করতে পারেনা, মুহুর্মুহু ভুলে যায়, সেইজন্য তারা দুই অক্ষরের যাত্রাও করতে পারে না । তোমরা গীত, কবিতা, ডায়লগ বানাও এবং তারপর সেগুলো স্মরণ করো । বাস্তবে, এখানে সেগুলোর দরকার নেই । এখানে তোমাদের নীরব থাকতে হবে । তোমরা কি বীজ আর ঝাড় বুঝতে পারোনা ? বীজকে যদি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করলে অর্থাৎ বীজের তাৎপর্য

উপলব্ধি করলে সমস্ত ঝাড় তোমার সামনে প্রতীয়মান হবে । এর মধ্যেই চার যুগ আর চার বর্ণ আছে । এই সমস্ত কিছু বুদ্ধিতে ধারণ করতে বেশি সময় লাগে না । এক সেকেন্ডে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী লাভ করো । শুধুমাত্র স্মরণে থাকতে হবে । সেকেন্ডে সাক্ষাৎকার করানো হয় । এটা এমন যেন সেই মুহূর্তে তোমরা স্বর্গে তথা কৃষ্ণপুরীতে অধিষ্ঠিত । তোমাদের শুধু দুটো জিনিস স্মরণ করতে হবে, এক তো বাবাকে স্মরণ করা আর দ্বিতীয় হলো, এই নলেজ এত শ্রেষ্ঠ যা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার । দেবতারা পবিত্র হন । নলেজ সর্বদা ব্রহ্মচর্য স্থিতিতে পড়া হয়ে থাকে । পঠন-পাঠনের পর যখন তারা ঘর সামলানোর উপযুক্ত হয়ে যায়, একমাত্র তখনই বিবাহ করা যায় । ক্রিয়টর ঘরের সবার দেখভাল করবেন, এইজন্য নিজের রোজগার তো চাই, তাই না ! সুতরাং, ব্রহ্মচর্য স্থিতিতে এই ধন উপার্জন করতে হবে । লোকে তো আজকাল ধনলোভী হয়ে গেছে, তাদের অল্পকিছু অর্থাগম হয় আর তারপর গিয়ে অন্য কোর্স করে । বাবা এখন বলছেন, বাচ্চারা, এই কোর্স খুব সহজ, শুধু শ্রীমৎ অনুসরণ করে রাতে জেগে প্র্যাকটিস করো । রাতে বুদ্ধির যাত্রা খুব সহজ আর অনেক সাহায্যও পাওয়া যায় । রাত দুটো তিনটের সময়কে অমৃতবেলা বলা হয় । প্রত্যূষকালে উঠে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে । এই কাজ বুদ্ধির । বাবার নির্দেশ, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । নয়তো তোমরা সব সজনীদের আমি কিভাবে ঘরে নিয়ে যাবো ? তোমরা সজনীরা পতিত, সবার পাখা ভেঙে গেছে । এখন শুধু স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে । ঊষাকালে ওঠার প্রযত্ন করো । দিনে হয়তো তোমরা স্মরণে স্থিত নাও হতে পারো, রাতে পুরুষার্থ করা সহজ আর সাহায্য অনেক পাবে । মুখ্য বিষয় হলো স্মরণ । তোমরা জানো যে, তোমরা আত্মা । তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । পঠন-পাঠনের অভ্যাস তাঁর সাথেই করতে হবে । তিনি তোমাদের বাবা, সুতরাং তোমাদের তাঁরই হতে হবে । তোমরা জানো, তোমরা আত্মারা শিববাবার সাথে মিলিত হয়েছো । আত্মা বহুদিন যাবৎ পরমাত্মার থেকে দূরে থেকেছে, জীব আত্মারা এসে বাবার সাথে মিলিত হয় । সুতরাং, পরমাত্মাকেও জীব আত্মার মধ্যে আসতে হয় । তিনি সুপ্রিম আত্মা । আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ এক । স্টারের মতো উভয়ই ঝিকমিক করে । আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । বাবা বলেন, আমিও একজন অ্যাক্টর এবং ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছি । এই দুনিয়া জানেনা প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগ ব্যতীত আমি কখনও আসতে পারিনা । যদিও নানাবিধ দুর্যোগ ইত্যাদি আসে, কিন্তু বাবা বলেন, আমি একমাত্র তখনই আসি যখন সবাই পতিত হয়ে যায় । আমিই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা আর সেইজন্যই পতিত দুনিয়ায় আমার আসা । প্রথমে আত্মাই পতিত হয় । আত্মা জানে, সে প্রথমে পবিত্র ছিলো এখন সেই পতিত হয়েছে । এই শিক্ষা বা পঠন-পাঠন শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য । স্টুনডেন্টরা, যারা টিচারের সামনে উপস্থিত থাকে তারাই এই শিক্ষা লাভ করতে পারে । একদম প্রথমে এই শিক্ষা তোমরা লাভ করো । পাঁচ বিকারকে জয় করো, যোগাগ্নি দ্বারা সমস্ত বিকর্ম ভস্ম করো । এই বিষই (বিকার) তোমাদের কবরস্থ করেছে, এটাকে পয়জন বলা হয় । জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাও ।

বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণ করা তো খুব সহজ । বহু কন্যারা বলে, বাবা জ্ঞান ধারণ করতে পারিনা, বড় দিদিদের মতো বোঝাতে পারিনা । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এটা অনেক কর্মের হিসেবনিকেশ । কেউ কেউ তো ২৫-৩০ বছর থেকেও ধারণা করত পারেনা । তোমরা সব আত্মাদের বলো - আমাদের বাবা হলেন পরমাত্মা এবং তিনি স্বর্গের রচয়িতা । বাবা তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন এবং সেইজন্য তোমরা বাবাকে স্মরণ তো করো । বাচ্চাদেরকেও তোমাদের দক্ষ বানাতে হবে । তোমরা সব বাচ্চাদের প্রথমে ক্ষমাশীল হতে হবে, নিজের বাচ্চাদের প্রতি । তোমরা

বাচ্চারা বুঝতে পারো যে তোমরা এই সময় মোস্ট বিলাভেড পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছে । কল্প পূর্বে আমরাও নিরাকার বাবার থেকে স্বর্গের বেহদ উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম । বাবা বলেন, এই শরীর আমাকে লোনে নিতে হয় । ভাড়া করা দেহের মধ্যে তিনি বসে আছেন । তাঁর নিজের শরীর না থাকায় তাঁকে এই দেহ ভাড়া করতেই হয় । এই সেই রথ যাতে প্রতি কল্পে তিনি রথী হন । এই রথের রথী তোমরা দেখেছো তো, তাই না ! আগে তো গীতা পড়ে কিছুই বুঝতে পারতে না । তারা ঘোড়ার রথে বসে থাকা অর্জুনকে দেখিয়েছে । তোমাদের বাবাই রথী । তিনি বাচ্চাদের বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বাবাকে এবং চার্ট রাখো । এমন পাত্রকে (সাজনকে) যিঁনি তোমাদের ২১ জন্মের সুখ দেন তাঁকে কেন স্মরণ করবে না ? যাই হোক, এই একাধিপতি গুপ্ত । এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে তারপর বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে আর এতেই মায়া তোমাদের খুব হয়রান করে । সেও কিছু কম ওস্তাদ নয়, খুব ভালো বাচ্চাদেরও সে জয় করে নেয় । বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন আর মায়া চন্ডালের জন্মে নিয়ে যাবে, কারণ তোমরা বাবার শ্রীমৎ ছেড়ে দাও । এখানে, তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভগবান তোমাদের পড়ান । তোমরা গডলি স্টুডেন্ট, তাই না ! তা সত্ত্বেও তোমরা অন্য কোর্স যদি আরম্ভ করো তখনও তোমরা টিচারকে স্মরণ করবে । বাবা বলেন, তোমরা গার্হস্থ্য জীবনে থাকো, কিন্তু তার সাথে এই কোর্সও করো যা তোমাদের সদা সুখী বানায় । তোমাদের আমি এমন অনন্ত ধনসম্পদ দিই যাতে তোমাদের ২১ জন্ম দুঃখ অনুভব করতে হবে না । সমগ্র দুনিয়ায় তোমাদের মতো বিচক্ষণ আর কেউ হয়না । প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিগণের কতো মহিমা ! কিন্তু তোমরা হলে মোস্ট ওয়ান্ডারফুল, মহান ইনকগনীটো অথরিটি । তোমাদের মতো নলেজফুল এই দুনিয়ায় কেউ হতে পারেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হও । জগৎ অম্বার প্রাপ্তি কতো বড় । তিনিও এই মহামন্ত্র দেন, শিববাবাকে স্মরণ করো । বাবা সামনাসামনি বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো । এই যাত্রা ভুলোনা । টাইম ওয়েস্ট কোরোনা । এটা অনেক বড় উপার্জন । তোমাদের বুদ্ধিযোগ সেখানে যুক্ত হওয়া উচিৎ । আমরা শিববাবার সামনে । বাবার ঘরে এসেছি । তোমরা এখন হরিদ্বারে বসে আছো । হরি পরমাত্মা নিজেই বসে আছেন । সেখানে অর্থাৎ হরিদ্বারে তো জল এটা প্রকৃত হরিদ্বার । হর হর অর্থাৎ দুঃখ হরণকারী । এখানে সেই দুঃখহর্তা সুখকর্তা তোমাদের সামনে বসে আছেন । ভক্তগণ গিয়ে গঙ্গাতীরে বসে ।। তারা বিশ্বাস করে তারা গঙ্গাতীরে থাকলে, তারা মুখেও গঙ্গাজল পেয়ে যাবে, আর তাতেই তারা পবিত্র হবে । মারা যাচ্ছে এমন কাউকে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয় খেতে । গঙ্গা তো পতিত পাবনী নয় । এক শিববাবাই পতিত পাবন । সবাইকে শিববাবার স্মরণ করতে হবে যাতে অন্ত মতি সো গতি হয়ে যায় অর্থাৎ অন্তের ভাবনাই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে । এমন নয় যে শেষকালে কেউ বসে বলবে, শিববাবাকে স্মরণ করো । অন্তে নিজেকেই শিববাবার স্মরণ করতে করতে দেহ ছাড়তে হবে । এখন আমাদের শিববাবার কাছে যেতে হবে, মুক্তিধামে । সত্যযুগকে বলা হয় জীবনমুক্তিধাম । ধাম অর্থাৎ বাসস্থান । নির্বাণধামে নিরাকার আত্মারা ব্রহ্ম তত্বে তথা মুক্তিধামে থাকে । তোমরা হরির ঘরে বসে আছো । একমাত্র একাধিপতি দুঃখ হরণ করেন । এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবা এবং তাঁর সুইট হোম স্মরণ করো । বাবা তোমাদের নিজের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছেন । এখন তোমাদের সুইট হোম স্মরণ করতে হবে । এখানে কেউ সুইট নয় ।

এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন, বেহদের রাজত্ব নিতে চাইলে রাতে জেগে যাত্রা করো । আমি একমাত্র রাতের গভীর অন্ধকারে আসি, যখন ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিনের শুরু হতে হয় । বেহদ রাত এবং বেহদ দিনের সঙ্গমে আমি আসি । অতএব, তোমাদেরও নিদ্রাকে জয় করে রাতে স্মরণের অভ্যাসে

স্থিত হওয়া উচিৎ । ঊষাকালের ২-৩ টের সময়কে ব্রহ্ম মুহূর্ত বলা হয়ে থাকে । ব্রহ্মা দ্বারা বাবা শিক্ষা দেন । রাত জেগে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পারদর্শী হয়ে উঠবে । যদিও মায়া তোমাদের অনেক হয়রান করবে তবুও তোমরা লাগাতার মেহনত করে যাও । এর সব মেহনত বুদ্ধির । উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে স্মরণে স্থিত হও । বাবা বলেন, হে রাতের পথিক ক্লান্ত হয়োনা । রাতে তোমরা মহা সুখানুভব করবে আর সেই নেশা সারাদিন ধরে চলবে । এক, বাবাকে স্মরণ করো, তারপর নিজের ভাগ্যের । সবার ভাগ্য খন্ডিত হয়ে আছে । তোমাদের ভাগ্য এখন জাগৃত হচ্ছে, সেখানে অন্যদের ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে । যাদের বুদ্ধিযোগ এই সময় ধন উপার্জনে যুক্ত থাকে, ধরে নাও তাদের ভাগ্য শুয়ে আছে । তোমাদের প্রকৃত ভাগ্য জাগৃত হচ্ছে । পেটের জন্য বেশি খাওয়ার দরকার হয়না । ভীল যারা, তারা কি খায় ? ভুট্টা ছোলার আটা মিশিয়ে তৈরি রুটি আর তার সাথে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খেয়ে নেয় । এখানে তো তোমরা সবকিছু পেয়ে যাও । তোমাদের খুব সাধারণ থাকতে হবে । না বেশি ধনী আর না বেশি দরিদ্র । এখন বাবা বলেন, হে প্রিয় বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো । আমার আলোকরত্ন বাচ্চারা, আমি তোমাদের নয়নের ওপর বসিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । একাধিপতির আশার দীপক বাচ্চাদের সবসময় অনেক ভালোবাসা দেওয়া হয়ে থাকে । শ্রীমৎ অনুসরণে তোমরা সদাসর্বদা নিরাপদ এবং অক্ষতদেহে থাকবে । নিরাপদ এবং অক্ষতদেহ হওয়ার অর্থ অতি গভীর । তোমাদের কোনো চোট লাগবে না, কোনো সমস্যা হবেনা । আমি তোমাদের এত নিরাপদ আর অক্ষতদেহ বানাই, তোমরা নিরোগী কায়া হয়ে থাকবে আর তোমাদের ওপর কালের (মৃত্যু) কোনো ক্ষমতা নেই । যদি খুব ভালোভাবে আমায় স্মরণ করো, তবে সহায়তা পাবে । পূর্ব কল্পে যারা পুরুষার্থ করে নিজের প্রারব্ধ বানিয়েছে, এখন তারা সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখছে, এটা তাদের ইনশিয়র করে অর্থাৎ নিরাপদ করে । ভক্তিমার্গেও বাবা ইনশিয়রেন্স ম্যাগনেট । লোকে ঈশ্বরের নামে পলিসি (শাসন-প্রণালী) বার করে । তারা গরীবকে গুপ্তদান দেয় । কাউকে যদি বিবাহের আয়োজন করতে হয় তারা গুপ্তভাবে দিয়ে আসে । গুপ্তদানের ফল গুপ্তভাবে প্রাপ্ত হয় । শো করলে সেটার শক্তি অর্ধেক হয়ে যায় । ম্যাগনেট বাবাকে বলা হয় । তোমরা বাবার কাছে ইনশিয়র (বীমা) করো । যে যেমনভাবে ইনশিয়র করে তার সেইরকম ফল প্রাপ্ত হয় । পাপ করলে সেই অনুযায়ী দন্ডপ্রাপ্ত হতে হয় । পুণ্য করলে তার জন্য ভালো ফল প্রাপ্ত হয় । সেই মানুষজন হদের ফিল্যানথ্রোপিস্টস (জনহিতকারী.) । তারা তাদের রোজগার থেকে আট আনা বা চার আনা বার করতে পারে । এখন তোমাদের কমপ্লিট ফিল্যানথ্রোপিস্ট হতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ দাতা হতে হবে । নিজেদের ফুল ইনশিয়র করে দাও । দেখ, মাম্মা তাঁর তন আর মন ইনশিয়র করেছেন । কন্যাদের কাছে ধন তো থাকেই না, আর সেইজন্য তাদের এই ব্যাপারে ভাবতেও হয়না । তারা তন -মন দ্বারা সেবা করে । এইজন্য কন্যারা খুব প্রিয় হয় । কন্যারা নম্বর ওয়ান হয়ে যায় । বাবা অধরকুমার ছিলেন । হ্যাঁ, কিছু কিছু কুমারও বার হয়, তারা বিবাহ করে দেখায় যে তারা পবিত্র থাকতে পারে । তাদের কতো সৌভাগ্য ! তাদের সম্পূর্ণ সারেন্ডারও করতে হবে । তারা খুব ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে । বাবা বোঝান, কর্মভোগের হিসেবনিকেশ এখানেই চুকিয়ে দিতে হবে । মাম্মা এবং বাবাকেও কর্মের ভোগ সহ্য করতে হয় । থেকে যাওয়া হিসেবনিকেশ এখানেই ইমার্জ হবে । এমন নয় যে আমি যখন বাবার হয়েছি, তবে বাবা কেন আমাকে রক্ষা করেন না ? না, কর্মভোগ তো অবশ্যই এখানেই চুকাতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ –

১) বুদ্ধিযোগ দ্বারা প্রকৃত যাত্রা করতে হবে । বিনাশী ধনের পিছনে নিজের ভাগ্যকে নষ্ট কোরোনা । প্রকৃত উপার্জন করতে হবে ।

২) তন-মন-ধন দ্বারা পুরো ফিল্যানথ্রোপিস্ট (মহাদানী) হতে হবে । নিজের সবকিছু ২১ জন্মের জন্য ইনশিয়র করে দিতে হবে ।

বরদানঃ – সর্ব যোগ্যতার দ্বারা নিজেকে ভ্যাল্যুয়েবল বানিয়ে বেফিকর বাদশাহ ভব

বাবা নিজে বাচ্চাদের অফার করেন, - বাচ্চারা যোগ্য রাইট হ্যান্ড হও, যোগ্য সেবাধারী হও । যারা যোগ্য হতে পারে তারা বেফিকর বাদশাহ হয় । স্থূল যোগ্যতাই হোক, বা জ্ঞানের যোগ্যতা, সেটা মানুষকে ভ্যাল্যুয়েবল বানায়, যোগ্যতা না থাকলে ভ্যাল্যুও থাকেনা । রুহানী সেবার যোগ্যতা সবচেয়ে বড় । এমন যোগ্য আত্মাদের কোনো কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না । যোগ্য হওয়া অর্থাৎ আমার তো এক বাবা , ব্যস্ ! তোমার বুদ্ধিতে আর কোনো কিছু থাকতে দিওনা ।

স্লোগানঃ – একরস স্থিতির অনুভব করতে হলে, এক বাবা দ্বারা সর্বরসের অনুভূতি করো ।